# 70270 - যে ব্যক্তি ভুলভাবে কুরআন পড়ে, তার পেছনে কি নামায হবে?

প্রশ্ন

আমি যে মসজিদে নামায পড়ি, সে মসজিদের ইমাম সূরা ফাতিহা পড়তে গিয়ে ভুল করেন। তিনি পেশের স্থলে যবর এবং পেশের স্থলে যের পড়ে ফেলেন। এতে করে আয়াতের অর্থ পাল্টে যায়। তার পেছনে কি নামায হবে?

আমাদের মসজিদে কিছু নিকৃষ্ট বিদাত আছে, তন্মধ্যে একটির উদাহরণ হলো: সম্মিলিতভাবে ১০০ বার 'ইয়া লাত্বীফু' যিকির করা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে ইমাম অথবা মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়তে গিয়ে এমন ভুল করে যা অর্থ বদলে দেয়, তার নামায বাতিল। কারণ ফাতিহা নামাযের অন্যতম রুকন (স্তম্ভ)। তাকে অবশ্যই পড়া বিশুদ্ধ করতে হবে এবং সঠিকভাবে ফাতিহা পড়া শিখতে হবে। যদি সে চেষ্টা করার পরও তা শিখতে না পারে তাহলে আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না। কিন্তু সে যদি ইমাম হয় তাহলে তার পেছনে কেবল ঐ ব্যক্তিই নামায পড়বে যে ফাতিহা পড়ার ক্ষেত্রে তার মতো বা তার চেয়ে নিচের স্তরের।

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: 'যে ব্যক্তি ভুলভাবে তেলাওয়াত করে তার ইমামতি করা মাকরূহ। তারপর দেখতে হবে, যদি তার ভুলের কারণে অর্থ বদলে না যায়, যেমন: আলহামদুলিল্লাহি পড়ার সময় হা বর্ণে পেশ দিয়ে আলহামদুলিল্লাহু পড়া, তাহলে তার নামায ঠিক হবে এবং তার পেছনে থাকা মুসল্লীদের নামাযও হয়ে যাবে। আর যদি অর্থ বদলে যায়, যেমন: আন'আমতা পড়ার সময় তা বর্ণে পেশ দিয়ে আন'আমতু অথবা যের দিয়ে আন'আমতি পড়ে, তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। একই বিধান যদি 'সীরাতাল মুস্তাকীন' পড়ে। যদি তার জিহ্বা সঠিকটা শিখতে সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য শেখা আবশ্যক। আর যদি ওয়াক্ত সংকুচিত হয়ে আসে তাহলে সে নামায পড়ে নিবে এবং পরে কাযা করবে। এমন ব্যক্তির পেছনে নামায হবে না।

আর যদি তার জিহ্বা সঠিকটা বলতে না পারে কিংবা শেখার মত সময় অতিবাহিত না হয়, তাহলে ভুলটা সূরা ফাতিহায় হলে তার স্তরের ব্যক্তির নামায তার পেছনে সঠিক হবে। পক্ষান্তরে সঠিক উচ্চারণকারীর নামায তার পিছনে, ক্বারীর নামায তার পিছনে (সহিহ হবে না)। আর যদি ভুল পড়া ফাতিহা ছাড়া অন্য স্থানে হয়, তাহলে তার নামায এবং তার পেছনে থাকা ব্যক্তিদের নামায সঠিক হবে।'[সমাপ্ত][রাওদ্বাতুত তালিবীন: (১/৩৫০)]

ইবনু কুদামা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘যদি কোন উম্মী ব্যক্তি অন্য উম্মী ব্যক্তি ও ক্বারীর ইমামতি করে তাহলে যনিি ক্বারী তনিি তার নামায পুনরায় পড়বনে। উম্মী হলনে এমন ব্যক্তি যনিি সমগ্র ফাতহিা বা এর কছিু অংশ ঠকিভাবে পড়তে পারনে না অথবা কোনো হরফ বাদ দয়িে পড়নে, যদওি অন্য সূরা ঠকিভাবে পড়তে পারনে। সুতরাং যনিি সূরা ফাতহিা সঠকিভাবে পড়তে পারনে তার জন্য এই ব্যক্তরি পছেনে নামায পড়া জায়যে নইে। তবে যনিি তার মতই ভুল পড়নে, তনিি তার পছেনে নামায পড়লে নামায হবে।...’

তারপর তনিি বলনে: ‘কউে যদি পড়তে অক্ষম হওয়ার কারণে সূরা ফাতহিার কোনো হরফ ছড়েে দয়ে অথবা একটি হরফরে বদলে অন্য হরফ পড়ে, যমেন: যে ব্যক্তি ‘রা’ হরফকে ‘গাইন’ হরফ হসিবেে পড়ে, কংিবা যে ব্যক্তি এক হরফকে অন্য হরফে ইদগাম করে ফলেে কংিবা এমন ভুল করে যা অর্থ বদলে দয়ে, যমেন: যে ব্যক্তি ইয়্যাকা পড়ার বদলে ইয়্যাকি পড়ে অথবা আনআমতা পড়ার পরবির্তে আন’আমতু পড়ে এবং এই ভুল শুধরাতে না পারে, সে নরিক্ষর ব্যক্তরি মতই। পড়তে সক্ষম কোনো ব্যক্তরি জন্য তার ইক্তদিা করা সঠকি নয়। তবে এই ধরনরে ভুল যারা করনে তাদরে একজনরে জন্য অন্যরে পছেনে নামায পড়া জায়যে। কারণ তারা দুজনই উম্মী। তাই তাদরে একজনরে জন্য অন্যরে পছেনে নামায পড়া জায়যে। তাদরে উদাহরণ ঐ দুই ব্যক্তরি মত যারা কছিুই পারে না। আর যদি কছিুটা সংশোধন করার সক্ষমতা থাকে; কন্তিু না করে, তাহলে তার নামায সঠকি হবে না এবং তার পছেনে যে নামায পড়ে তার নামাযও সঠকি হবে না।’

তনিি আরো বলনে: “যে ইমাম এমন ভুল করে যে ভুলে অর্থ বদলে যায় না, তার ইমামতি করা মাকরূহ। ইমাম আহমদ এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলছেনে। তবে যে ব্যক্তি ভুল করে না, তার পছেনে তার নামায আদায় সঠকি। কারণ সে পড়ার ফরযটুকু আদায় করছে। যদি সূরা ফাতহিা ছাড়া অন্য ক্ষত্রেে এমন ভুল করে যা অর্থ বদলে ফলে, তবুও এটি তার নামাযরে বশিুদ্ধতা বাতলি করবে না এবং তার পছেনে নামায পড়াও বাতলি হবে না। কন্তিু যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করে, তাহলে উভয়রে নামাযই বাতলি হবে।...

আর যদি তার ভুলরে কারণে সে আয়াতগুলোর অর্থ বদলে না যায় তাহলে তার পছেনে নামায আদায় করা সহহি। তবে পড়া শখো তার ওপর ওয়াজবি। আর যদি তার ভুল ফাতহিা ছাড়া অন্য কছিুতে হয়, তাহলে সটেি তার নামাযে ঘাটতি সৃষ্টি করবে, তবে নামায বাতলি করে দবিে না। নঃিসন্দহেে তার চয়েে দক্ষ ক্বারীর পছেনে নামায পড়া অগ্রাধকিার পাবে। এই সমস্ত অজ্ঞদরেকে জনগণরে ইমামতরি দায়ত্বিে নযিুক্ত করা শাসকদরে জন্য জায়যে নইে। নতুবা তারাও এই সমস্ত ইমামরে সাথে পাপরে ভাগীদার হবে।”[দখেুন: আল-মুগনী (৩/২৯-৩২), হাজর ছাপা]

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিি বলনে:

“... যদি সে ভুল করে এবং তার ভুল এমন হয় যে অর্থ বদলে দয়ে না, তাহলে সম্ভব হলে যে ব্যক্তি ভুল করে না, তার পছেনে নামায পড়া অগ্রাধকিার পাবে। আর যদি সূরা ফাতহিায় সে এমন ভুল করে যা অর্থ বদলে দয়ে, তাহলে তার পছেনে

নামায পড়া বাতলি। এর কারণ তার ভুল; তার অন্ধত্ব নয়। যমেন: ইয়্যাকা না'বুদু পড়ার বদলে কা হরফে যরে দয়িে ইয়্যাকি না'বুদু পড়া অথবা আন'আমতা আলাইহমি পড়ার বদলে তা হরফে পশে অথবা যরে দয়িে আন'আমতু অথবা আন'আমতি পড়া। আর যদি সে মুখস্থরে দুর্বলতার কারণে ভুল করে, তাহলে তার তুলনায় মুখস্থে যে শক্তশিালী সে ইমামতরি অধকি উপযুক্ত।"[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ ললি-বুহূসলি ইলময়িযা ওয়াল-ইফতা (২/৫২৭)]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রাহমিাহুল্লাহকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি:

একজন ইমাম কুরআন পড়তে গয়িে ভুল করনে। কুরআনরে আয়াতরে হরফগুলো কখনো তনিি বাড়য়িে অথবা কময়িে পড়নে। তার পছেনে নামাযরে হুকুম কী?

তনিি উত্তর দনে:

"যদি তার ভুল পড়ায় অর্থ বদলে না যায়, তাহলে তার পছেনে নামায পড়তে সমস্যা নইে। যমেন: আলহামদুলল্লিাহি রাব্বলি আলামীন [সূরা ফাতহিা: ২] পড়ার বদলে রাব্বাল অথবা রাব্বুল পড়া। অনুরূপভাবে আর-রাহমানরি পড়ার বদলে আর-রহমানুর কংিবা অনুরূপ ভুল করা। আর যদি অর্থ পাল্টে দয়ে, তাহলে তার পছেনে নামায পড়া যাবে না, যদি তার ভুল শুধরে দওেয়া হলে সে উপকৃত হয়ে শুধরে না নয়ে। যমেন: যদি সে ইয়্যাকা পড়ার বদলে কাফ হরফে যরে দয়িে ইয়্যাকি না'বুদু পড়ে। অনুরূপভাবে সে যদি আন'আমতা পড়ার বদলে তা হরফে যরে অথবা পশে দয়িে আন'আমতি অথবা আন'আমতু পড়ে। যদি তাকে ঠকি করে দওেয়া হলে সে নজিকেে শুধরে নয়ে তাহলে তার নামায ও করিাত বশিুদ্ধ হবে। একজন মুসলমিরে জন্য সর্বাবস্থায় তার ভাইকে শখিয়িে দওেয়া উচতি, সটেি নামাযরে ভতেরে এবং বাইরে। কারণ এক মুসলমি অপর মুসলমিরে ভাই। সে ভুল করলে তাকে শুধরে দবি, সে না জানলে তাকে জানয়িে দবি এবং কুরআন পড়তে গয়িে সে আটকে গলেে তাকে ঠকি করে দবি।"[মাজমূ ফাতাওয়া ইবন বায: ১২/৯৮, ৯৯]

দুই:

আর একশ বার 'ইয়া লাতীফু' পড়া নঃিসন্দহেে বদিাত হব, যদি কোনো মুসলমি শুধু এইটুকু আওড়াতে থাকে। কারণ এটি কোন অর্থবোধক বাক্য নয়। এখানে আল্লাহকে ডাকা হলো, কন্তিু তারপরে কী? সে কি আল্লাহর কাছ থকেে কছিু চাইছে? সে কি এরপরে আল্লাহর প্রশংসা করছে? এর কছিুই করছে না। আর যদি সম্মলিতিভাবে এভাবে যকিরি কর, তাহলে তো আরো একটি বদিাত যুক্ত হলো।

এ সংক্রান্ত আলমেদরে বক্তব্য (22457) ও (26867) নং প্রশ্নোত্তরে দখেুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।